অন্নদা শঙ্কর রায় এবং তেলের শিশি বিষয়ক রচনা

নব্যদর্শী

অন্নদা শঙ্কর রায় মারা গেছেন কলিকাতায় সম্প্রতি। তিনি ইংরেজ আমলের আইসিএস এবং ভারত সরকারের একজন ডাকসাইটে আমলাও ছিলেন। চাকুরি জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন তৎকালীন বাংলাদেশে। ভারত ভাগ হওয়ার সময় অন্নদা শঙ্কর রায় ছিলেন মোমেনশাহীর জজ। জন্মে ছিলেন উড়িষ্যায়। ওড়িয়া ভাষায়ই সাহিত্য চর্চা শুরু। অন্নদা শঙ্কর মূলত জন্মসূত্রে ওড়িয়া। পরবর্তী সময় তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এবং প্রথম সারির একজন সাহিত্যিক হিসাবেও উঠে আছেন। বিশেষ করে তিনি ছড়া লিখে প্রভুত নাম করেন তখন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও লিখেছেন অনেক অন্নদা শঙ্কর তার রাজনৈতিক মতামতকেই প্রচার করেছেন ছড়া, গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধে। আচার-আচারণ আর বক্তৃতা-ভাষণেও তিনি একই বৃত্তির মানুষ। প্রচন্ডভাবে তিনি ছিলেন ভারতপন্থী। এবং ভারত ভাগের বিপক্ষে। আমৃত্যু অন্নদা শঙ্কর এমতকেই ধারণ করে গেছেন। ভারত বিভক্তিকে তিনি মারাত্মক ভুল বলে মনে করতেন। ভাঙ্গা ভারত তার হৃদয়ে এক ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি করেছিলো। নানভাবে তিনি তা প্রকাশও করেছেন। এই প্রদান নিয়েই 'দাহ' হয়েছেন শেষাবধি। দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন অন্নদা শঙ্কর। জন্ম ১৯০৪ আর মৃত্যু ২০০২। তাই দেখা-শোনা এবং জানা-শোনার পরিধি ব্যাপক। চাকুরী জীবনে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে। অর্থাৎ ইংরেজের একজন একান্ত বাধ্যগত কর্মচারী হিসাবেই অন্নদা শঙ্করের যাত্রা শুরু।

সাহিত্যের চেয়ে অন্নদা শঙ্কর তার রাজনৈতিক মতামতের জেন্যই আলোচিত হয়েছেন অধিক। সাতচল্লিশের ভারত ভাগকে তিনি মানতে পারেরনি। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তার একটি ছড়ায়। খুকু ও খোকা শিরোনামের এ ছড়াটিতে তিনি বললেন,

তেলের শিশি ভাঙল বলে
        খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
        ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো
তার বেলা?

এটি লিখেছিলেন সাতচল্লিশে। তিনি তার এমতকে ধারণ করেছেন আমরণ। কিন্তু অন্নদার এ ধারণা কতটা গ্রহণযোগ্য আমাদের কাছে! ভারত ভাগ না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ কি করে ভাবা যেতো? তারপরও বাংলাদেশেরই কোন কোন বর্ণচোরা লেখক-পত্রিকা অন্নদা শঙ্করের এই যুক্তিহীন মনোপীড়াকেই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভাষার মারপ্যাঁচে বুজাতে চান অন্নদার ধারণাই সঠিক। তার এই ছাড়াটির উদ্ধৃতি বারবার তুলে এনে বলা হয়: এটি একটি 'যুগান্তকারী' ছড়া। বিখ্যাত ছড়া। শেখ রেহানা সম্পাদিত বিচিত্রায় 'কীর্তিমান পুরুষ অন্নদা শঙ্কর রায়' এই শিরোনামের লেখাটিতে এক জায়গায় বলা হচ্ছে 'দেশ ভাগ ছিলো তাঁর জীবনের বড় বেদনার ঘটনা! তিনি প্রতিনিয়ত বেদনায় বিদ্ধ হতেন এই ভেবে- বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছে এই দেশ ভাগ।'' যথানিয়মে বিখ্যাত (?) ছড়াটিও তুলে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটির লেখকের নাম 'রুদ্রাক্ষ রহমান' (নাম দেখেই প্রতীয়মান হয় তাহারা কাহারা)। আসলে অন্নদা শঙ্করের সাথে সাথে রেহানা তথ্য বিচিত্রা পরিবারকেও যে বেদনায় বিদ্ধ করছে ভারত ভাগ,

তা হয় তো বলাই বাহুল্য। বিচিত্রার প্রতিবদনটি পাঠ করলে যে কোন পাঠক এ সত্যটি উপলদ্ধিতে আনতে কষ্ট হবার কথা নয়। স্মরণযোগ্য শেখ রেহানার বোন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভারতীয়দের মুখে মূখ্যমন্ত্রী সম্বোধন এবং চন্দন চর্চিত হয়ে পুলকিত হয়েছিলেন।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অন্নদা শঙ্কর বাংলাদেশের পক্ষে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন। আমাদের উজ্জীবিত করেছিলেন। এ জন্যে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ অবশ্যই। (তার এই অযাচিত স্নেহ, ভালোবাসা কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ছিলো! হয়তো বা অন্নদা শঙ্কর ভেবেছিলেন এইবার বুঝি ভাঙ্গা শিশি জোড়া লাগতে যাচ্ছে। কিন্তু তা তহস্যি! সকলি গরম ভেল। আগষ্টের অভ্যুত্থানের পরপর বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন তিনি ইন্দিরাকে। এ থেকেই স্পস্ট হয় বাংলাদেশের প্রতি অন্নদার ভালোবাসার নেপথ্যের কার্যকারণ)।

এই কৃতজ্ঞতার কারণেই হয়তো বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি প্রকাশ পেয়েছে অন্নদা বিষয়ক। অবশ্য এর বেশীর ভাগই স্মৃতিচারণমূলক রচনা। প্রচার করা হয় অন্নদা শঙ্কর অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক। কিন্তু এর কোনো লক্ষণ তার বিপুল সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি বাস করার পরও মুসলিম সম্প্রদায় তার সাহিত্য এমনভাবে উল্লেখিত হয়নি। অন্নদা শঙ্কর রায় ভারত ভাগ বা বাংলা ভাগের বিপক্ষে অবস্থান করতেন কারণ এতে করে প্রতিবেশী সম্প্রদায় তার সমকক্ষে চলে আসবে সে আশঙ্কায়। যদিও ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো অদ্ভুৎ। অন্নদা মঙ্গল' শিরোনামে দাউদ হায়দারের একটা লেখায় পড়লাম অন্নদা শঙ্কর বলছে 'ঋগ্বেদ পড়লে জানবে ঈশ্বর বা ভগবান নয়, ধর্ম তৈরী করেছে প্রাচীন রাজারা।' হয়তো হতেও পারে। অন্নদা শঙ্কর যে সম্প্রদায় থেকে এসেছেন সে ধর্মের বেলায়। কিন্তু সব ধর্ম সম্পর্কে অন্নদার এই ঢালাও মতামত কতটা সঠিক বা যুক্তিযুক্ত! তারপরও অন্নদার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনাকে 'শ্বাশ্বত' বাণী বলে চালিয়ে দিতে চান কেউ কেউ। দাইদ হায়দারের লেখাটি অনেকটা সে রকমের। উল্লেখ্য, দাউদ হায়দার নামক এই অর্বাচিন লেখাটি রসূলকে কটূক্তি করে কবিতা লেখার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। সে সময় অন্নদা শঙ্করের আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিল কলকাতায়। তবে তার অন্নদা বিষয়ক লেখাটি সুখপাঠ্য এবং ইনফর্মেটিভ।

অন্নদা শঙ্কর রায়ের আদর্শ ছিল গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুই ব্যক্তি কোন আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন যে কোন সচেতন পাঠকই সে বিষয়ে জ্ঞাত। তাই যারা অন্নদা শঙ্করের এহেন আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে আসেন বা প্রভাতি করতে ব্যতিব্যস্ত হন তারা কারা বা তাদের উদ্দেশ্য কি তা হয়তো স্পস্ট করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ অন্নদা শঙ্করের সাহিত্যোলোচনা এক কথা আর তার রাজনৈতিক মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার কসরত করা অন্য কথা। অন্নদা শঙ্কর ভারত ভাগকে বরাবর 'ভুল' বলে প্রচার করতেন। আমরাও কি তার মতকেই সত্য বলে মেনে নেব?

উনপঞ্চাশে নজরুলকে নিয়ে অন্নদা শঙ্কর একটি ছড়া লেখলেন-

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
  আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল
  এই ভাগটুকু বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে একজন আছে
  দুর্গতি তার ঘুচে যাক।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে অন্নদা শঙ্করের এই ‘ভুল’ ধারণাকেও ভুল প্রমান করে নজরুলও ভাগ হয়ে গেল অবশেষে, বাহাত্তুরে। নজরুল চলে এলেন তাঁর নিজস্ব ঠিকানায়। তখন হতাশ হয়ে বিভ্রান্ত অন্নদা শঙ্কর নজরুলকে নিয়ে আরো একটি ছড়া লিখলেন সাতাত্তুরে ‘বিদ্রোহী রণক্লান্ত’ শিরোনামে। দীর্ঘ ছড়ার শেষ স্তবকে লিখেলেন-

কেউ ভাবল না ইতিহাসে ফের
　　ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এতকাল পরে ধর্মের নামে
　　ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

অন্নদা শঙ্কর আরো জীবন পেলে হয়তো তিনি এমন আরো কিছু ঐতিহাসিক ভুল প্রত্যক্ষ করে যেতে পারতেন। বলা বাহুল্য ভাগ হবার আগে নজরুলের দুর্গতি বেড়েছে বৈ কমেনি। দুর্গতির কারণ অবশ্যই তার ধর্ম। নজরুলের দুর্গতির অবসান হয় ঢাকায় আসার পর। তার স্বজাতির আশ্রয়ে ফেরার পর। সে জাতি শুধু বাঙালী নয়-তারা বাঙালী মুসলমান তথা বাংলাদেশী জাতি। কলকাতায় কবির কি অনাদর অবহেলায় কেটেছে সেসব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে কাগজে পাতায়-ছবিতে। অন্নদা শঙ্কর তো তখন জীবিত ছিলেন। কই এর প্রতিকারে তিনি কতটা এগিয়ে এসেছিলেন? আসেননি মূলত নজরুলের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে হয়তো। এই বিশ্বাসই নজরুলকে বৈরী করে রেখেছিল ভারতীয়দের কাছে। বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে। যে জন্যে ঢাকার নজরুল আর কলকতার নজরুলের ব্যবধানটা ছিল বিস্তর। অন্নদা শঙ্কর ‘ভুল’ ভাবলেও যা ভাগ হবার নিয়মের আবর্তে তা হবেই। যেমন অন্নদা শঙ্করের জীবিতকালেই ভারত ভেঙ্গে কয়েক টুকরা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো যে ভাঙবে না তার নিশ্চয়তা কী? ভুল হোক শুদ্ধ হোক অন্নদা শঙ্করের এটি ব্যক্তিগত মত। কিন্তু অন্নদা শঙ্করের কতলবি এই মতকে এদেশীয় কতিপয় বর্ণচোরা লোক নানা ফন্দিফিকিরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। শুধু চাচ্ছেই না খোলামেলা বলতে দ্বিধা করছে না। তাই এইসব বর্ণচোরাদের ব্যাপারে সচেতন হবার সময় এখনি।

অন্নদা শঙ্কর ছড়া লিখতেন। প্রবোধ কুমার সেন নাকি অন্নদা শঙ্করকে ছড়ার রাজা বলতেন। সাহিত্যের এই অংগনের একজন মুগ্ধ পাঠক হিসাবে তার ‘ছড়া সমগ্রে’ চোখ বুলিয়ে দেখেছি, দু’একটি ব্যতিক্রম বাদে ‘যত গর্জে তত বর্ষে না। প্রায় প্রতিটি ছড়ায় কষ্ট কল্পনা আর অন্ত মিলে কসরতে ভরা। ভিন্নজনে ভিন্ন মত হতেই পারে।

এটি অন্য আর এক প্রসঙ্গ। প্রসংগান্তরে না গিয়ে অন্নদা শঙ্করকে নিবেদিত ঢাকার একটি ছড়ার উদ্ধৃতি টেনেই লেখার ইতি টানছি। ক’দিন আগে পাঠ করেছিলাম, পঠিত ছড়াটির শেষ কটি লাইন ছিল এ রকম-

ভাঙ্গা ভাঙ্গির ভাগ, বাটোরা
　　চলছে খেলা চমৎকার
আফসোসে কি লাগবে জোড়া
　　ভাংগা শিশি, ছিন্ন হার।
ভারত দেখ ভাংগবে আরো
　　ভেংগে ভেংগে ছত্রখান
সেই সুদিনে উড়বে হাওয়ায়
　　শান্তি সুখের পত্রখান।

লেখাটি শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের ছোট গল্পের সংজ্ঞার মতো ‘শেষ হইয়াও হইল না শেষ।’ কারণ চ্যানেল আই-এর ধারাবাহিক নাটক ‘গৃহগল্প’। নাটকটি রচনা করেছেন তুখোড় নাট্যকার আবুল হায়াত, অভিনয়েও আছেন তিনি তার এই গল্পে নাটকে। দেখলাম অন্নদা শঙ্কর ম্যানিয়া এই নাটকেও। মনে হলো ভারত বিভক্তির দুঃখে চ্যানেল আই বেদনা বিদ্ধই নয় একেবারে শুল বিদ্ধ। এই নাটকের একটি দৃশ্যে (১৪/১১/০২ তারিখে প্রচারিত) বড় ভাই তার পঙ্গু বোনকে একটি বই উপহার দেয়। যথানিয়মে বইটি অন্নদা শঙ্করের ছড়া সংকলন। অন্নদা শঙ্করের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বড় ভাই ছোট বোনকে বলছে সূচীতে ছড়ার প্রথম লাইন লেখা আছে পড়লে মজা পাবি। কিন্তু গরজ বড় বালাই বড় ভাই নিজেই পড়া শুরু করলো ‘তেলের শিশি ভাংগল বলে খুকুর পরে রাগ করো। তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো।’ এতো ছড়া থাকতে বেছে বেছে এই বিশেষ ছড়াটি কেন? না দর্শকদের জানিয়ে দেয়া হলো ভারত ভাগাভাগিটা খুবই খারাপ কাজ হয়েছে। তাই ভারত আবার এক করে সেই খারাপের প্রায়শ্চিত্য করা হোক। এবং অন্নদার আদর্শকে (?) প্রতিষ্ঠা করা হোক। আদর্শ (?) প্রচারের চমৎকার কৌশল আবিস্কার করেছে ‘চ্যানেল আই’। আলামত দেখে মনে হচ্ছে ভাংগা ভারত জোড়া লাগানোর ঠিকাদারি এবার বর্তেছে চ্যানেল আই তথা শাইখ সিরাজ আর আবুল হায়াতের উপর? বলা বাহুল্য, বড় ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল শহিদুল ইসলাম বাচ্চু।

কয়েক বছর আগে উপমহাদেশ একত্রিকরণ আন্দোলনে নেমেছিল কতিপয় বর্ণচোরা লোক (আহাম্মক নাকি ভিনদেশী এজেন্ট)। তারা তাদের মতে পক্ষে পুস্তিকা লিফলেট এমনকি সভা সমিতিও করেছিল। পরবর্তীতে সচেতন জনগণ এবং সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপে তাদের হীন উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। বেশীদূর আগাতে পারেনি এরা। অবশ্য তারা বসে নেই। এখন ভিন্ন ফর্মে ভিন্ন কৌশলে মাঠে নেমেছে।

চ্যানেল আইয়ে এবং বিচিত্রায় বাংলাদেশ বিরোধী ছড়া প্রচার যে সেই ষড়যন্ত্রের অংশ নয় তা কি করে বলি! আসলে যতো কায়দা কৌশলেই উচ্চারন করা হোক না কেন সব শিয়ালের রা-ই একরকম। তাই এই ধূর্ত শিয়ালগুলোর ব্যাপারে সাবধান হওয়া জরুরী। কি জনগণ কি সরকারের।